দৈনিক সংবাদ

132

তারিখ 14 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষকের অভাব ।। টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত

টাঙ্গাইল, ১৩ই ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শিক্ষক স্বল্পতার কারণে টাঙ্গাইল জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলার ১শ' ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক নেই। ১শ' ৬১টি সহকারী শিক্ষক পদশূন্য।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, জেলার ১১টি থানায় ৯শ' ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু ২৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই বিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিই করেননি। ফলে ১১টি থানার ২৬টি বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। জেলায় প্রধান শিক্ষকের পদসংখ্যা ৯শ' ৮টি। এর মধ্যে ৭৬টি পদ বর্তমানে শূন্য। পদগুলো পূরণের কোন উদ্যোগ নেই। জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে–১শ' ৬১টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। ওই কর্মকর্তা জানান, টাঙ্গাইল সদর থানায় ১২টি প্রধান শিক্ষক ও ১৭টি সহকারী শিক্ষক, দেলদুয়ার থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, নাগরপুর থানায় ১০টি প্রধান শিক্ষক ও ২১টি সহকারী শিক্ষক, মির্জাপুর থানায় ৮টি প্রধান শিক্ষক ও ১৫টি সহকারী শিক্ষক, বাসাইল থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৭টি সহকারী শিক্ষক, সখিপুর থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১৬টি সহকারী শিক্ষক, ঘাটাইলে ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১৮টি সহকারী শিক্ষক, মধুপুরে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক, গোপালপুরে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক ও ভুয়াপুর থানায় ১০টি প্রধান শিক্ষক ও ১৫টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষক দফতরের ওই কর্মকর্তা জানান, শুধু শিক্ষক পদই প্রয়োজনের তুলনায় কম নয়, শিক্ষা কর্মকর্তার পদও শূন্য রয়েছে। জেলার ৩টি থানায় থানা শিক্ষা অফিসার পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের শূন্য পদ সংখ্যা ১৭টি। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, এমনিতেই জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক পদসংখ্যা কম।

গত এক দশকে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়লেও শিক্ষক পদসংখ্যা আগের মতোই রয়েছে। তার মধ্যেও বিপুল পদ শূন্য থাকায় জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।